হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং- ১৫৯৭/১৯৯৩

ফোরকান চৌধুরী ও অন্য একজন

----আসামী-আপীলকারীদ্বয়।

-বনাম-

রাষ্ট্র

------ রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

---আসামী-আপীলকারীদ্বয় পক্ষে।

এ্যাডভোকেট নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকার এ্যাটনী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

-- রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ০৩.০৮.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ ৩য় অতিরিক্ত দায়রা জজ ও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং- ৪, চট্টগ্রাম কর্তৃক স্পেশাল ট্রাইব্যুবাল মামলা নং- ৮২/১৯৯৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৭.০৮.১৯৯৩ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীল।

আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত।

অপরদিকে, রাষ্ট্র প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট নুরউস সাদিক চৌধুরী বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী আপীল দরখাস্ত এবং নথী পর্যালোচনা করলাম। রাষ্ট্র প্রতিপক্ষ পক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট নুরউস সাদিক চৌধুরী এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ৩য় অতিরিক্ত দায়রা জজ ও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং- ৪, চট্টগ্রাম আদালতে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৮২/১৯৯৩-এ বিগত ইংরেজী ০৭.০৮.১৯৯৩ তারিখে আসামীপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত দরখাস্তটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তৃতীয় অতিরিক্ত দায়রা জজ ও ট্রাইব্যুনাল নং-৪, চট্টগ্রাম **সূত্রঃ স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৮২/১৯৯৩** ১। মোঃ ফোরকান চৌধুরী ২। রুপন পালিত ------ আসামী/প্রার্থীক (জামিনে)। -বনাম- রাষ্ট্র ------ প্রতিপক্ষ। উপরোক্ত মামলা থেকে প্রার্থীককে খালাস দেয়ার আবেদন। উপরোক্ত প্রার্থীক পক্ষে নিম্ন মতে নিবেদন হয়ঃ- ১। প্রার্থীক সম্পূর্ন নির্দোষ। পুলিশ অযথা হয়রানীর উদ্দেশ্যে তাকে অত্র মামলায় জড়িয়ে দিয়েছে। ২। অত্র মামলার এজাহার থেকে দেখা যায় প্রার্থীকের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই এবং তার কোন স্বীকারোক্তি অত্র মামলায় নেই। ৩। অত্র মামলার জব্দ তালিকা থেকেও দেখা যায় যে, তার দখল থেকে কোনরকম উদ্ধার নেই বিধায় অত্র মামলা তার বিরুদ্ধে মোটেই চলেনা। যেহেতু অস্ত্র মামলার ১৯(এ)(এফ) মতে তার দখল থেকে কোন অস্ত্র বা গুলি উদ্ধার হয়নি। এ প্রসংগে আইন "11 BLD- 11 মতে- In a case of Arms Act R/W Spl. Power Act the prosecution has to establish Accd's possession and effective control over the alleged unauthorised arms and ammunition by the cogent and reliable evidence beyond reasonable doubt. Prosecutions failure to do so amounts to a case of no evidence and result in the acquittal of the accd. on benefit of doubt." ৪। অত্র মামলা যেহেতু রাউজান থানা মামলা নং- ১১(১১)৯২ থেকে উদ্ভূত এবং বাদী তার এজাহারে অত্র প্রার্থীককে গ্রেফতার করেছেন মর্মে উল্লেখ করেছেন কিন্তু পূর্বাহ্নে রাউজান থানা মামলা নং- ১২(১১)৯২ তথা সন্ত্রাস দমন মামলা নং- ১/৯৩ এর পি, ডাব্লিউ- ৩ কং ৮৭৩ আবুল কাসেম মজুমদার নিজে প্রার্থীকে রাস্তা থেকে গ্রেফতার করেছেন মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং সিপাহী গোলাপ মিয়ার নিকট হস্তান্তর করার কথা বলেন। তিনি তার সাক্ষ্যে আরো বলেন তাহার নিকট কোন কিছুই পাইনি। এমতাবস্থায় যেখানে প্রার্থীকের নিকট থেকে কোন উদ্ধার নেই সেখানে প্রার্থীকের বিরুদ্ধে অত্র মামলা চলতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে অত্র প্রার্থীককে তার ফুফু মছুদার সুলতানপুর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে অত্র মামলায় মিথ্যা ভাবে হয়রানীর উদ্দেশ্যে জড়িয়ে দিয়েছে।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

অতএব মহোদয় দয়াপরবশতঃ উপরোক্ত কারনে প্রার্থীককে অত্র মামলা থেকে খালাস প্রদানের আদেশ দানে হুজুরের বিহিত মর্জি হয়।

ইতি তাং- ০৭.০৮.৯৩ ইং

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ৩য় অতিরিক্ত দায়রা জজ ও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং- ৪, চট্টগ্রাম আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৭.০৮.১৯৯৩ তারিখের ১৮নং আদেশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

তৃতীয় অতিরিক্ত দায়রা জজ ও ট্রাইব্যুনাল নং-৪, চট্টগ্রাম

উপস্থিতঃ জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম
অতিঃ দায়রা জজ
ও
স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল নং- ৪, চট্টগ্রাম

<u>স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৮২/১৯৯৩</u>

মোঃ ফোরকান চৌধুরী

রুপন পালিত

------ আসামী/প্রার্থীকগণ।

-বনাম-

রাষ্ট্র

------ প্রতিপক্ষ।

আদেশ নং- ১৮, তারিখ ০৭.০৮.১৯৯৩ ইং

জামিন প্রাপ্ত আসামী ১। রুপন পালিত ২। মোঃ ফোরকান হাজিরা যোগে আদালতে হাজির আছে। হাজতী আসামী ৩। মোঃ দিদার ৪। মোঃ ইকবাল ৫। রাশেদ খানকে কারাগার হইতে আদালতে হাজির করা হইয়াছে। সাক্ষী না আসায় সরকার পক্ষ দরখাস্ত দাখিল পূর্বক সময়ের প্রার্থনা করিয়াছে। প্রার্থনা মঞ্জুর করা হইল (V. O. P) । আগামী ০৭.০৯.১৯৯৩ ইং তারিখ সাক্ষীর জন্য দিন ধার্য্য করা হইল। সাক্ষীদের প্রতি এস. পি এর মাধ্যমে ডাব্লিউ/ডাব্লিউ ইস্যু করা হউক। পরক্ষনে আসামীদের পক্ষে বিজ্ঞ কৌশুলী একখানা দরখাস্ত দাখিল পূর্বক আসামীদেরকে অত্র মামলা হইতে খালাস দেওয়ার আদেশের প্রার্থনা করিয়াছে। অনুলিপি দেওয়া হইয়াছে। দরখাস্ত শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। আসামীপক্ষের দরখাস্তাটি ও নথী পর্যালোচনা ও বিবেচনা করিলাম। দরখাস্তটির আইনগত ও ঘটনাগত ভিত্তি বিদ্যমান না থাকায় নাকচ করা হইল।

স্বাক্ষর/- মোঃ মফিজুল ইসলাম
স্পেশাল ট্রাইব্যুবাল নং- ৭
চট্টগ্রাম।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ফৌজদারী মামলায় সাক্ষী প্রমাণ ছাড়া কোন আসামীকে যেমন সাজা প্রদান করা যায় না তেমনি উক্ত আসামীকে খালাসও প্রদান করা যায়না। দরখাস্তকারীর খালাস প্রদানের আবেদনটির কোন আইনগত ভিত্তি নাই। বিজ্ঞ বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং- ৭, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি সঠিক এবং ন্যায়ানুগ। আপীলটি নামঞ্জুর যোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র আপীলটি না-মঞ্জুর করা হলো। বিজ্ঞ ৩য় অতিরিক্ত দায়রা জজ ও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং- ৪, চট্টগামে অত্র আসামীর বিরুদ্ধে বিচারাধীন স্পেশাল ট্রাইব্যুবাল মামলা নং-৮২/১৯৯৩ দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ প্রদান করা হলো। অত্র রায়ের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ